



বিবেকানন্দের দৃষ্টিকোণে নারীশিক্ষা

কৃষ্ণা কুণ্ডু

সহকারী অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, কালিনগর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতীয় নারীদের ব্যথা বেদনা দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে নারীশিক্ষা, নারীমুক্তির জন্য দেশবাসীকে সজাগ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। নারীশক্তির বিকাশই হল দেশের অগ্রগতির অন্যতম সোপান। তিনি বিশ্বাস করতেন-শিক্ষাই একমাত্র পথ যা সমাজে নারীদের সকল প্রকার নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করতে পারে। শিক্ষাই একমাত্র মানসিক চিন্তাধারার বিকাশ ও সৃজনশীলতার উন্মেষের মধ্যে দিয়ে সমাজে মেয়েদের নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে। শিক্ষা এমন এক প্রক্রিয়া যা চরিত্র গঠন ও মানসিক শক্তি উন্নতকরণের মধ্য দিয়ে সমাজে নারীদের নির্ভীক ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, এর ফলে সমাজের যে কোনো নিপীড়ন থেকে তারা নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করতে পারে। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন-শিক্ষা হল নারী স্বাধীনতার স্বর্ণ দরজা যা কেবলমাত্র নারীদের দ্বারাই খোলা সম্ভব। তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শনের প্রতিটি স্তরে নারীমুক্তির আহ্বান জানিয়ে মুক্ত কণ্ঠে সোচ্চার হয়েছেন। সমাজে নারীর অবমূল্যায়নের জন্য তিনি অশিক্ষাকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, যে দেশ নারীকে শ্রদ্ধা করে না, সেই দেশ জাতি কখনও বড়ো হতে পারে না। আর এই উদ্দেশ্যেই মেয়েদের জন্য তিনি শিক্ষা পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই মহান কাজে যথার্থ সহযোগী হয়েছিলেন তাঁর অনুগত শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা।

সূচক শব্দ : বিবেকানন্দ, নারীশিক্ষা, শিক্ষা পরিকল্পনা, নারীমঠ, ভগিনী নিবেদিতা

উনবিংশ শতকে পরাধীন ভারতবর্ষে যে সকল শিক্ষামনীষী শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুক্তিবাদী চিন্তন, বিজ্ঞান মনস্কতা, মানবতাবাদ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে ভারতীয় চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাদের অন্যতম। রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাসংস্কারকের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমাজে যে উদার বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল সেই পথের অন্যতম পথিক ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের পরম

প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধক। তাঁর চিন্তাভাবনা, সমাজ সংস্কারমূলক কাজ, তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ, ধার্মিক মতবাদ-সমগ্র বিশ্বে বহু বুদ্ধিজীবীকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতীয় উপনিষদ ও বেদান্তের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে যুগপুরুষ, প্রত্যেক ভারতীয়কে তিনি প্রকৃত সুশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন; তিনি বিশ্বাস করতেন, যে শিক্ষা জীবন নিয়ন্ত্রক শক্তির উদ্বোধক; সেই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে। তাই তিনি বলেছেন - “মানুষের অন্তর্নিহিত

পূর্ণতার বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা।” প্রসঙ্গত বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সমকালীন কোনো ভারতীয় শিক্ষামনীষী এইভাবে শিক্ষা সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা করেননি। স্বামীজী তাঁর বিভিন্ন ভাষণের মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

বিবেকানন্দ এবং নারীশিক্ষা : স্বামীজী যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক রূপে অবহেলা করা হত। সমাজের সকল স্তরেই নারীরা ছিল হেয়। নারীদের পরিচিতি ছিল কেবলমাত্র প্রজননের যন্ত্র, সাংসারিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ - এমন একটি বদ্ধমূল ধারণাই সমাজে ছিল প্রচলিত। সেই সময় স্বামীজী ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতেন, নারীকে সুশিক্ষিত না করলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বামীজী বলেছিলেন, "A nation is advanced in proportion as education and intelligence is spread among the masses. The chief causes of India's ruin have been the monopolizing of the whole education and intelligence of the land under handful of men. If we are to rise again, we shall have to do it by spreading education among masses. (C.W. vol. 4 : pp. 415)" শিক্ষাই একমাত্র পথ যা সমাজ, নারীর অবস্থানকে ক্রমোন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন আমাদের দেশে মেয়েদের বিভিন্ন সমস্যার পশ্চাতে প্রধান কারণই হল শিক্ষার অভাব। নারীশিক্ষার প্রসঙ্গে তাই স্বামীজী বলেছেন, "There is no hope of rise for that family or country where there is no education of women, where they live in sadness. For this reason, they have to

rise first." অর্থাৎ যে পরিবার বা দেশে মেয়েদের জন্য শিক্ষা নেই এবং যেখানে তারা দুঃখের মধ্যে বাস করে, সেই পরিবার বা দেশের উন্নয়নের আশা নেই। তিনি মনে করতেন, "There is no chance of the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing." অর্থাৎ আজ আমাদের ভুললে চলবে না, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কথা, তাদের আদর্শের কথা, মহত্বের কথা, নারীত্বের কথা।

শিক্ষা পরিকল্পনাঃ

নারীশিক্ষা বিস্তারে স্বামীজী ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি সমাজে নারী ও পুরুষকে একই মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। স্বামীজীর নারীশিক্ষার প্রধান ভিত্তিই ছিল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ। তাঁর কাছে আদর্শ ছিল - সীতার চরিত্র। যিনি অগ্নির মত ভাস্বর ও পবিত্র। তাঁর ভাষায় “শিক্ষা বলিতে কতগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলি শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সন্নিবেশিত হয় ও সফল হয়। এইভাবে শিক্ষিত হইলে ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থ, নির্ভীক হৃদয় মহিষাসী নারীর অভ্যুদয় হইবে।” বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন বৈদিক যুগে নারীর স্থান। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন নারী শিক্ষার ভিত্তি হবে ধর্মভিত্তিক। মেয়েদের জন্য আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যিক কিন্তু কখনই তা প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে হবে না। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষা নারীকে, ভারতের অতীতকালের নারীজাতির শ্রেষ্ঠ গুণ বা মহত্ব বিকাশে সাহায্য করবে, সেটিই হবে আদর্শ শিক্ষা। তিনি চেয়েছিলেন আধ্যাত্ম বাদের উপর ভিত্তি করে নারীশিক্ষার প্রাসাদটি নির্মাণ করতে।

অতীত সংস্কৃতিঃ : স্বামীজী ভারতীয় ঐতিহ্য ও অতীত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে নারীকে জগৎ মাতা রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে-শিক্ষা, নারীর বন্ধন মুক্তির কারণ হবে। স্বামীজী অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় বিদূষী নারী-সীতা, সাবিত্রী, খনা, গার্গী, বীরাঙ্গনা, অহল্যাবাসুদেবীর মহান কীর্তি, নারী শিক্ষায় আদর্শ রূপে তুলে ধরেন। স্বামীজী বলেছিলেন- "I know that race that produced Sita even if it is only dreamt of her has a reverence for woman that is unmatched on the earth." এই প্রসঙ্গে তিনি মনুর শ্লোক মনুসংহিতা (৩/৫৬) উল্লেখ করেছেন -

“যত্র নার্যন্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্ত ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ”।

যেখানে নারীরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন।

যেখানে নারীরা সম্মানিত হন না, সেখানে সব কাজই নিষ্ফল। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মেয়েরা দাসী নয়, স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী।

“ন গৃহং গৃহমিত্যাহ্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।”

বাড়ি থাকলেই গৃহ হয় না, গৃহ তৈরী করেন গৃহিণী। একদিকে যেমন তিনি সীতার আদর্শ তুলে ধরেছেন, আর একদিকে উল্লেখ করেছেন ঝাঁসির রাণীর দৃষ্টান্ত। এতদিন মেয়েদের অসহায় করে রাখার জন্য তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই পরনির্ভরতার মানসিকতা থেকে তাদের মুক্ত করে সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে জীবনের সম্মুখীন হতে হবে। আর অতীত মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার একমাত্র পথই হল শিক্ষা।

পাশ্চাত্য সামাজিক প্রভাবঃ স্বামীজী তাঁর শিক্ষাচিন্তায় উদ্ধৃত করেন, পাশ্চাত্য নারী হল পত্নী আর প্রাচ্যে তিনি হলেন নারী। পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডে নারীর প্রগতি তাকে অবাক করেছিল। প্রথমদিকে ইউরোপ আমেরিকার মেয়েদের

আচরণের সমালোচনা করলেও পরবর্তীকালে তাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর তিনি উন্মুক্ত কণ্ঠে আধুনিক শিক্ষিত নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি করেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকার মেয়েরা একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। শিক্ষা, মননশীলতা, পবিত্রতা ও সহৃদয়তায় তারা অনন্য। তিনি বলেছেন - “আমি একজন প্রতীক-ই মাত্র। আমি একজন ত্যাগী সন্ন্যাসী মাত্র। আমি কেবল একটি জিনিসই মাত্র কামনা করি। আমি সেই ঈশ্বর বা সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না, যিনি বিধবার চোখে জল মোছাতে বা অনাথের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেন না।” তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধিতা করে দৃষ্ট কণ্ঠে বলেন, "Women must be put in a position to solve their own problems in their own way. No one can or ought to do this for them. And our Indian women are as capable of doing it as any in the world."

স্বামীজী নারীশিক্ষা এবং সমাজে নারীর প্রতি উপযুক্ত মর্যাদাদানে প্রবল উৎসাহী ছিলেন। তিনি কোনরূপ রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামির আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি বারবার বলেছেন, এদেশে কেন নারী পুরুষ এত ভেদাভেদ তা তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি মন্তব্য করেছেন- “মনে রাখবে, স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই চাই। আত্মায় স্ত্রী এবং পুরুষে কোন ভেদ নেই।”

বিবেকানন্দ দুঃখ করে বলেছেন, মার্কিন দেশের মেয়েরা শিক্ষায় যত এগিয়ে আছে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিছিয়ে পড়েছে কেন?

বিশেষ ধরনের শিক্ষাঃ বিবেকানন্দ মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার কথা বলেছেন : গৃহকর্ম ও শিশুপালন, শরীরচর্চা, ব্রহ্মচর্য, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থপাঠ, ইংরেজি ভাষা, বিজ্ঞান চর্চা। তিনি মনে করতেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য

অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল কিন্তু পশ্চিমী সংস্কৃতি ব্যতীত মেয়েদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ।

আত্মজ্ঞানঃ ভারতবর্ষে মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে, বাল্য বিবাহ, পণপ্রথার মত কুপ্রথার দূর করতে হবে। আর এক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত রীতি নীতির সর্বপ্রথম পরিবর্তন ঘটতে হবে। যদিও এই ধরনের সংস্কার কখনই মৌলিক সমাধান নয়। আমাদের দেশের সমাজ সংস্কারকেরা কেবল বিধবা বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করছেন, যা কিনা ভারতের সত্তর ভাগ মেয়েদের জীবনের সমস্যা নয়। এর মৌলিক সমাধান শিক্ষা। ব্যবহারিক শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা মেয়েদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আর সবথেকে বড় শিক্ষা, আত্মজ্ঞান।

মেয়েদেরই উপলব্ধি করতে হবে তাদের মধ্যেই বিরাজমান দেবীশক্তি, ব্রহ্মশক্তি। আর এই চেতনাবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করবে শিক্ষা। বিবেকানন্দ মেয়েদের আত্মজ্ঞানের পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়েছেন আত্মনির্ভরতার উপর, শিক্ষা পেলে মেয়েরাই নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে, বাইরে থেকে কোনো সমাধান চাপিয়ে দিলে চলবে না। মেয়েদের মুক্তির পথ তাদের নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে।

জনসেবাঃ স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্রই ছিল জনসেবা। সমাজের অজ্ঞাত, উৎপীড়িত মানুষের পাশে বারবার তিনি দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন-নারীজাতির উন্নতি এবং জনমার্গের জাগরণ-এই দুটি সর্বোপরি প্রয়োজন, তাহলেই দেশের কল্যাণ সম্ভব।

সামাজিক অধিকারঃ শিক্ষা, নারী-পুরুষ উভয়ের সমান সামাজিক অধিকার। কারণ আত্মনের কোন নারী-পুরুষ ভেদ নেই। মেয়ে পুরুষের দৈহিক পার্থক্য ভুলে গিয়ে মনে রাখতে হবে সবই আত্মা। ‘আমি-তুমি’ এই আপেক্ষিক স্তরে

লিঙ্গভেদ আসে। মন যত অন্তর্মুখ হতে থাকে, ততই এই ভেদ জ্ঞান চলে যায়।

শিক্ষার দ্বারাই নারী সমাজ হবে সংযত, স্বনির্ভর সর্বোপরি আত্মপ্রত্যয়ী। তিনি সমাজের সামনে এক নতুন আদর্শ তুলে ধরলেন-নারীর আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের আদর্শ। নারী ইচ্ছা করলেই সারাজীবন ব্রতপালন, অধ্যয়ন ও অন্যান্য সেবামূলক কাজে নিজেকে আত্মনিয়োজিত করতে পারবে। **নারীমঠঃ** বিবেকানন্দ নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বেলুড় মঠের সমান্তরালে নারী মঠের পরিকল্পনা করেছিলেন-তারই বাস্তবায়ণ বর্তমান ‘সারদামঠ’। এই মঠে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও বলেছিলেন। এই মঠের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কেবলমাত্র মহিলাদের উপর অর্পিত হবে। পুরুষদের মঠের কেন্দ্রস্থলে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থান অনুরূপভাবে নারীমঠের কেন্দ্রস্থলে থাকবেন শ্রীমা সারদামণি দেবী। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রহ্মচারিণীরা নারীমঠে সন্ন্যাসীর জীবনধারণ করবেন। অতীতকালের নারীঋষিদের মতো ব্রহ্মচারিণীরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করবেন।

নারী মঠের প্রধান ভিত্তি হবে ব্রহ্মচর্য। মঠে ছাত্রীদের মূল মন্ত্র হবে আধ্যাত্মিকতা, আত্মোৎসর্গ আত্মসংযম; সেবামর্মই হবে প্রধান ধর্ম। এইভাবেই ভারতবর্ষে আবার সীতা-সাবিত্রীর মতো আদর্শ চরিত্র সম্পন্ন নারী আবির্ভূত হবে। স্বামীজী বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অতীত ও বর্তমান ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন, একধারে প্রাচীন ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যবাহী উপকরণের সাথে ভাষা, সাহিত্য, গণিত, দর্শন ও নানা গৃহস্থালীর কাব্যকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

স্বামীজী, নারীমঠে শিক্ষয়িত্রীদের কাব্যের রূপরেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন “এই সব ধর্মপ্রচারকরা শহর এবং গ্রামে যাবেন। বিভিন্ন জায়গায় নারীশিক্ষা কেন্দ্র

স্থাপন করবেন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ব্রতিনী হবেন। তাঁরা দেশের প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন।”

ভগিনী নিবেদিতাঃ 1985 খ্রী. Miss Margaret Nobel স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভগিনী নিবেদিতা নামে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি এদেশে এসেছিলেন মূলত নারীশিক্ষা প্রবর্তন ও নারীশিক্ষা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে। স্বামীজীর নির্দেশে 1898 খ্রীঃ নভেম্বর মাসে শুরু করেন বালিকা বিদ্যালয়। আজকের দিনে এই বিদ্যালয়টি "Ramkrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girl's School" নামে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে তাঁর অসামান্য আত্মত্যাগের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Master as I saw him'-এ বলেছেন-আমার গুরুদেব মনে করতেন, তিনি যে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী অন্তর্গত, সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শাস্ত্রত, মহাব্রত হল নারী ও জনগণের জন্য প্রাণপাত করা।

তৎকালীন সমাজে নারীদের সন্ন্যাসিনী রূপে বৈদিক মন্ত্র পাঠের অনুমতি ছিল না। রজঃস্রাবতার কারণে তাদের অপবিত্র মনে করা হত। স্বামীজী তার শিক্ষাচিন্তায় তৎকালীন সমাজের নিয়মের সার্বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মহিলাদের বৈদিক মন্ত্র ও ভজনের অনুমতি দেন, মেয়েদের জন্য পৃথক আশ্রম স্থাপন করেন। এমনকি একবিংশ শতকে পৌঁছেও ভারতবর্ষের বেশ কিছু মন্দির এখনও যেখানে মহিলা পুরোহিত নিযুক্ত করা হয় না; সেখানে স্বামীজী মহিলা শিষ্যা এবং বিদেশ থেকে আগত শিষ্যদের পূজা-অর্চনার জন্য বৈদিক মন্ত্র ও ভজন করার অনুমতি দেন। স্বামীজী অনেক কষ্ট করে-ভারতীয় মহিলাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে তাদের বৈদিক আচার অনুষ্ঠান সম্পাদনের সমান যোগ্যতা আছে। আর এই মহান কার্যে

স্বামীজীকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁরই শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা।

শ্রীমা সারদা দেবীঃ স্বামীজীর নারী সম্পর্কে ধারণার অন্তরালে ছিলেন রামকৃষ্ণ সহধর্মিনী শ্রীমা সারদা দেবী। অবগুষ্ঠনের আড়ালে নিজেকে আবৃত রেখেও সকল কর্মোদ্দীপনার প্রতীক ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন সংঘজননী রূপে বিরাজ করেছেন এমনকি বিদেশিনীদের জন্য তার দুয়ার ছিল খোলা। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, শ্রীশ্রীমার জীবনদর্শন আজকের ক্রান্তিকালে দাড়িয়ে থাকা নারীকে আত্মরক্ষার শক্তি দেবে।

পাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ঃ স্বামীজী বিদেশ থেকে নারীত্বের ভাবনা কখনই এদেশে আমদানি করেননি। তিনি উন্মুক্ত মনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণার মিলনাকাজী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারীরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে নিজেদের জানুক। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বার বার নারীজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেছেন।

বর্তমান কালে উচ্চশিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের উন্নতির পথে, অন্তরালে আছেন বিবেকানন্দের মত মহান শিক্ষাব্রতী মানুষদের অক্লান্ত প্রয়াস। তবে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তায় যতটা আধুনিকতার ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে সেইভাবে নারীশিক্ষায় আধুনিকতার স্পর্শ পাওয়া যায় না-এই কারণে বিবেকানন্দ যথেষ্ট সমালোচিতও হয়েছিলেন।

হিন্দু ধর্মের আদর্শ বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ নারী ও পুরুষের সমতার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি প্রথম ভারতীয় সন্ন্যাসী, যিনি নারী মুক্তি ও সমতার জন্য কাজ করেছেন, এবং সমাজে তথা জাতির জন্য নারীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। বর্তমানে সমাজে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নয়নের অন্যতম একজন রূপকারক ছিলেন স্বামীজী।

নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর গতানুগতিক চিন্তাধারা যথেষ্ট সমালোচিত হলেও তিনি বারবার নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে গতানুগতিক ধারণার প্রকাশ করলেও কিন্তু নারীশিক্ষার বিস্তারে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনের পক্ষপাতী ছিলেন। মেয়েদের অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে মুক্ত করে সমাজে মেয়েদের স্থানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তাই বলা যায় তিনি কেবল আধ্যাত্মবাদী নন-মানবতাবাদী, বাস্তববাদী, বৈজ্ঞানিকধর্মী শিক্ষাবিদ ছিলেন। ‘শিক্ষার বিস্তার, উপযোগী শিক্ষার বিকিরণ সমাজের সর্বস্তরে’ - এই ছিল তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল কথা।

তথ্যসূত্র :

- ১। মুখোপাধ্যায়, দুলাল হালদার, তারিণী চন্দ্র বিনায়ক-
সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা
- ২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্চনা-শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি।
- ৩। পাল, অভিজিৎ কুমার-মহান শিক্ষাবিদদের কথা
- ৪। সেন, পৃথ্বীরাজ-স্বামী বিবেকানন্দ জীবন ও দর্শন
- ৫। Hossain, M-Swami Vivekananda's
Philosophy of Education
- ৬। Sengupta, S.C.-Swami Vivekananda and
Indian Nationalism
- ৭। <https://www.quora.com>
- ৮। <https://www.scribd.com>
- ৯। <https://www.academia.com>

১০। <https://www.amvpublication.com>

- ১১। চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ - বিবেকানন্দ সময় ও ইতিহাস
চেতনা
- ১২। বসু, শঙ্করী প্রসাদ - বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ
(বাংলা বই), তৃতীয় খণ্ড
- ১৩। ভগিনী নিবেদিতা - স্বামীজীকে যে রূপ দেখিয়াছি
(অনুবাদক - স্বামী মাধবানন্দ)
- ১৪। ভারতের নারী, বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র (২য় খণ্ড)

